যুগান্তর

তারিখ: 10 FEB 2016
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ২

রাজৈরে শিক্ষকের সহায়তায় নকল

নন্দীগ্রাম হাজীগঞ্জ ও বকশীগঞ্জে ৯ শিক্ষক প্রত্যাহার

যুগান্তর ডেস্ক

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মঙ্গলবার ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন কেন্দ্রে নকলের মহোৎসব হয়েছে। অনেক কেন্দ্রে শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের নকলে সহযোগিতা করেছেন। এসব ঘটনায় ২৬ শিক্ষার্থী বহিষ্কার ও ৯ শিক্ষককে প্রত্যাহার করা হয়েছে। যুগান্তর ব্যুরো প্রতিনিধিরা জানান—

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার এসএসসি (কারিগরি) পরীক্ষায় চলছে নকলের মহোৎসব। আর নকলের সহায়তা করছে কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা অনেকেই। এক শিক্ষক নিজ স্কুলের ছাত্রদের নিজ হাতে উত্তরপত্র লিখে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত এক ছাত্রের সঙ্গে থাকা মোবাইল দিয়ে শিক্ষকের এ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে বাইরে মোবাইলে ছড়িয়ে দেয় এবং অসংখ্য হাত ঘুরে সেই চিত্র আজ মঙ্গলবার স্থানীয় সাংবাদিকদের হাতে আসে। জানা যায়, গত বুধবার এসএসসি কারিগরি পরীক্ষার রাজৈর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ইংরেজি ২য়পত্র পরীক্ষার দিন চলে নকলের উৎসব। দায়িত্বে না থেকেও রাজৈর গোপালগঞ্জ কেজেএস মডেল হাইস্কুলের শিক্ষক সমর কুমার ভৌমিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করে নিজ স্কুলের কারিগরি শাখার ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর নিজ হাতে কারেকশন করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র সচিব মো. মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, আপনারা বুঝেনইতো, এরা দুর্বল ছাত্র। আমার অন্য কক্ষে পরিদর্শনে যাওয়া সুযোগের এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। অভিযুক্ত শিক্ষক সমর কুমার ভৌমিক অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এটা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) : হাজীগঞ্জ উপজেলার বলাখাল জেএন উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কারিগরি কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে চার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও তিন শিক্ষককে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এদিকে মঙ্গলবার পরীক্ষা দিতে এসে দুই পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের নোটিশ পেয়েছেন। প্রত্যাহারকৃত শিক্ষকরা হলেন শ্রীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের হালিমা আক্তার, হাজীগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এ্যান্ড কলেজের আল আমিন, আল-কাউসার স্কুলের ইসমাইল হোসেন।

বকশীগঞ্জ : বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে মঙ্গলবার এসএসসির ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা চলাকালে নকল করার দায়ে রোমান মিয়া নামে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ইউএনও মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান তাকে বহিষ্কার করেন।

বগুড়া ব্যুরো : নন্দীগ্রাম কাথিশ-পুনাইল হামিদিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে মঙ্গলবার আরবি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষায় নকলের অভিযোগে ২১ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের সহযোগিতার দায়ে ৫ কক্ষ পর্যবেক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ভবিষ্যতে এরা আর এ দায়িত্ব পাবেন না।

শিক্ষকরা হলেন— মহসিন আলী, তোজাম্মেল হক, আবদুর রহিম, আইয়ুব আলী ও আবদুল হাকিম।